Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.97-107
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা পরিভাষা বিষয়ে অধ্যাপক পশুপতি শাশমলের অন্বেষণ: একটি পর্যালোচনা

সুকান্ত মণ্ডল

পিএইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ ভারত

Abstract:

Pasupati Sasmal was a Professor in Bengali department, Visva-Bharati. Beside teaching in University he was involved in various Research Work. But for his early demise most of the Research Work were not published until his son took initiative to publish those works. But some of them is yet to be published. Pasupasti Sasmal's such one unpublished Research Work is Bangla Paribhasha: Sangraha o Samiskha. Pasupati Sasmal collected early stages terminology from some rare and old Grammer book and Dictionary. By collecting and observing those terminology he tried to make us understand how Bengali terminology were formed and what was the context behind the formation of Bengali terminology. For this reason Pasupati Sasmal's findings is very important for the discussion of the history of Bengali terminology. In this essay we have tried to give an introduction of this work. Researchers and Readers who have interest in Bengali terminology can get help from Pasupati Sasmal's findings named Bangla Paribhasha: Sangraha o Samiskha.

Keywords: Pasupati Sasmal, Unpublished Research Work, Bangla Paribhasha, Bengali Grammar, Dictionary.

মূল আলোচনা: অধ্যাপক পশুপতি শাশমলের গবেষণার প্রতি তাঁর নিষ্ঠার কথা কারোরই অবিদিত নয়। তাঁর কাজের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনই বৈচিত্রময়। তাঁর গবেষণা-কর্মের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।[১] এছাড়া তাঁর প্রথম গবেষণা-কর্ম হিসেবে 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' বিশেষভাবে স্মরণীয়। শুধু এই নয়, সমগ্র কর্মজীবনে তিনি নানা মৌলিক ও অভিনব বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন।[২] তবে সম্প্রতি আমরা তাঁর ভাষাচর্চা বিষয়ক একটি অপ্রকাশিত গবেষণার কথা জানতে পারি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অতনু শাশমলের বদান্যতায়। 'Bengali Dictionary' নামক ফাইলে 'বাংলা পরিভাষা' বিষয়ক পূর্বোক্ত গবেষণার মূল পাণ্ডুলিপিটি রয়েছে। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি, তিনি মূলত একগুচ্ছ 'A3' সাইজের কাগজে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। যেখানে মূল 'পাঠের'(Text)[৩] প্রায় অংশটাই পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে সম্পন্ন; আগাগোড়া নীল ও কালো কালিতে লেখা এবং সংশোধন করা। তবে দু-একটি অংশ রয়েছে যা গবেষক তাঁর কাজের প্রয়োজনে 'টাইপরাইটার'-এ 'টাইপ' করিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপি শুরু হয়েছে- হ্যালহেডের 'A code of gentoo laws' বইটির অনুলিপি ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এবং 'কবিতায় অভিধান' প্রবন্ধে যার সমাপ্তি। মূল পাণ্ডুলিপি পাঠেই আমরা জানতে পারি, তিনি এই কাজটির নামকরণ করেছিলেন 'বাংলা পরিভাষা: সংগ্রহ ও সমীক্ষা'। উক্ত গবেষণায় অধ্যাপক পশুপতি শাশমল মূলত

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রারম্ভিক পর্বের বাংলা পরিভাষার পর্যালোচনা করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা প্রবাদপ্রতিম গবেষকের এই সুবৃহৎ গবেষণাকর্মটির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজটি সম্বন্ধে আমাদের পর্যবেক্ষণকে এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরবো। এবং বলবার চেষ্টা করবো এই কাজটির গুরুত্ব এবং সম্ভাবনার কথা।

ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পর থেকে নিত্যনতুন শব্দ যেমন ভাষায় প্রবেশ করেছে, ঠিক সেভাবে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন পরিভাষা। সমাজভাষা-বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হিসেবে 'পরিভাষা' দীর্ঘ সময়পর্ব ধরে ভাষাতাত্ত্বিক মহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, যার অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্ভাবনা ও সমস্যা। তবে প্রশ্ন হল পরিভাষা বলতে আমরা কী বুঝবো? যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাকে পরিভাষা বলে।[৪] ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে- 'পরিভাষা হবে ভাষার স্বকীয় প্রকৃতির অনুগত, সর্বজনগ্রাহ্য এবং যতটুকু সম্ভব আড়ষ্ঠতাহীন।'[৫] অর্থাৎ আরো স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয়, পরিভাষা হল সুনির্দিষ্ট, একার্থক ও যথাযথ একটি শব্দ, যা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অভিপ্রেত বিষয়ের স্বভাবটি সুনিশ্চিতভাবে পরিস্ফুট হয় এবং যার ব্যবহারিক যোগ্যতা থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। তবে উল্লেখ্য, যদি কোনো শব্দ একাধিক অর্থ বহন করে কিন্তু প্রসঙ্গ বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা হিসেবেই পরিগণিত হবে।[৬] অন্যদিকে পরিভাষা নির্মাণের সময় বেশ কিছু সতর্কতা তথা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পরিভাষা নির্মাণের সময় বাস্তব জীবনের গতিপদ্ধতির প্রতি পর্যবেক্ষণ রাখা অত্যন্ত জরুরী নইলে নির্মাণ ও অর্থগত দিক থেকে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। এর পাশাপাশি পরিভাষা নির্মাণের বিভিন্ন অভিমুখ বর্তমান। অর্থাৎ কখনো তা সংস্কৃতানুসারী, আবার কখনো তা হিন্দি বা ইংরাজি শব্দের সরাসরি অনুবাদ[৭]। তবে 'এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে অধিকাংশ পরিভাষার জন্যই বাধ্য হয়েই সংস্কৃত বা সংস্কৃতসম শব্দের শরণ নিতে হয়'[৮]। তাছাড়া পরিভাষার প্রায় দুশো বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা পরিভাষাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা পরিভাষার ক্ষেত্রে এই 'অনুবাদ'-এর মাধ্যমকে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও সম্প্রতি বাংলার 'নিজস্ব পরিভাষা' নির্মাণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।[৯] কেননা ভাষাবিদরা মনে করেন পরিভাষা নির্মাণ একদিক থেকে নতুন শব্দ নির্মাণের অনুরূপ।[১০] বাংলা ভাষাচর্চায় পরিভাষা নির্মাণের প্রয়াস একক ও সংঘবদ্ধ (প্রাতিষ্ঠানিক) দুই ভাবেই হয়ে এসেছে। ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় যেমন পরিভাষা নির্মিত হয়েছে তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসেও এই কর্ম সাধিত হয়েছে। দেশি ও বিদেশি প্রশাসক, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদের সমবেত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে বিশাল পরিভাষা-কোষ এবং যা আজও ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা বহুমুখী। বিদ্যাচর্চা, গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রশাসনিক ক্ষেত্র ও দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতি ক্ষেত্রেই এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি পরিভাষা বাংলা 'গদ্যভাষার পরিপুষ্টি'তে[১১] নিরন্তন সহায়তা করে চলেছে সে কথা অনেক ভাষাবিদরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

এতক্ষণ আমরা সাম্প্রতিককালের পরিভাষাচর্চা এবং তার অভিমুখ বা স্বরূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম, কিন্তু বাংলা পরিভাষা গঠনের আদিকালে এর অবস্থান যে আজকের মত ছিলনা তা বলাইবাহুল্য। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে 'বাংলা পরিভাষা'র অবস্থান কেমন ছিল অথবা সেইসময় পরিভাষা 'নির্মাণের প্রেক্ষিত' বা কীরকম ছিল- এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাবো পশুপতি শাশমলের 'বাংলা পরিভাষা: সংগ্রহ ও সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি থেকে। এদিক থেকে পশুপতি শাশমলের পরিভাষা বিষয়ক আলোচ্য কাজটিকে বাংলা পরিভাষা চর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলা যায়। তিনি মূলত

'সূচনা' পর্বের বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান থেকে পরিভাষা সংগ্রহ করে, বিভিন্ন দিক থেকে এর প্রাতিস্বিক পর্যালোচনা করেছেন। অধ্যাপক পশুপতি শাশমল তাঁর এই গবেষণার মধ্য দিয়ে একেবারে সূচনালগ্ন থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত পরিভাষাচর্চার ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ পরিভাষা নির্মাণের প্রাথমিক প্রয়াস, সূচনা এবং পরবর্তী সময়ে তার ক্রমবিকাশের একটি রূপরেখাকে তাঁর কাজের মধ্যে ধরে রেখেছেন পশুপতি শাশমল। এর পাশাপাশি বাংলায় মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সময়পর্বের পরিভাষা নির্মাণের প্রয়াস সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন তিনি। এছাড়াও তাঁর গবেষণায় উঠে এসেছে পরিভাষা রচনায় সেইসময় বিদেশী ও দেশীয় প্রয়াসের নানা দিক। তাঁর মতে প্রথম পর্বের বাংলা পরিভাষাকে সাধারণত দু'দিক থেকে দেখা যেতে পারে: '(ক) বহিরাগত অভিনব শব্দের জন্য নব শব্দ নির্মাণ। (খ) এতদ্দেশীয় শব্দ গ্রহণকালে বিদেশি বা ইংরেজি শব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয়'।[১২]

অধ্যাপক পশুপতি শাশমল বাংলা পরিভাষা নিয়ে গবেষণার পূর্বে 'বাংলা ভাষায় অভিধানের ইতিহাস(ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত)' বিষয়ক পৃথক একটি গবেষণা শুরু করেছিলেন ১৯৬৮ সালে।[১৩] এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর গবেষণা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি 'বাংলা পরিভাষা' নিয়ে স্বতন্ত্র এবং বৃহৎ পরিসরে আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বাংলা পরিভাষার এই গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে অভিধান নিয়ে কাজ করার ঠিক দু'বছর পরেই তিনি এই বিষয় নিয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা শুরু করেন।[১৪] তবে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এই পরিভাষার গুরুত্ব কোথায়? গবেষক নিজেই তার উত্তরে বলেছেন:

১. বাংলা পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল থেকে অনুভূত।[১৫]
২. বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি কাজকর্মে এর প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে।[১৬]
৩. যথোপযুক্ত পরিভাষার অভাব এখনও বর্তমান।[১৭]

বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।[১৮] পরিভাষা চিন্তার সূচনা করেছিলেন মিশনারি সাহেবরা। বাংলায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পূর্ব থেকেই বাংলা পরিভাষার ব্যবহার লক্ষিত হয়। সেইসময় বাংলা পরিভাষা সংকলনে বিদেশি শাসক পর্তুগিজদের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। তবে তাঁরা ঠিক বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য নয়; বরং নিজেদের ধর্ম প্রচার, প্রশাসনিক কাজকর্মের স্বার্থে দেশীয় ভাষাশিক্ষা শুরু করেন। সমসময়ে বিভিন্ন দ্বিভাষিক আভিধান রচনা যার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও সংকলিত বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ (Vocabulario Em Idioma Bengalla, e portuguez)।[১৯] একইভাবে ব্রিটিশ রাজত্বে বাংলা-ইংরেজি, ইংরেজি-বাংলা এই দুই ধরনের অভিধানের গুরুত্ব সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুধুমাত্র অভিধান নয়, সেই সময়ের বেশ কিছু ব্যাকরণ গ্রন্থও বিদেশিদের কাছে বাংলা ভাষাশিক্ষা, বর্ণপরিচয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।[২০] তবে বাংলা ভাষায় প্রথম 'খাঁটি'[২১] অভিধান 'বঙ্গভাষাভিধান', (বাংলা-বাংলা,প্রথম প্রকাশ; ১৮১৭) রচনা করেছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। অধ্যাপক পশুপতি শাশমল অভিধান রচনার এই সূচনালগ্ন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু দুষ্প্রাপ্য অভিধান এবং ব্যাকরণ গ্রন্থ সংগ্রহ করে বাংলা পরিভাষা চর্চার একটি দীর্ঘ ইতিহাসকে ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর গবেষণাটির মধ্যে। এছাড়া মুদ্রণযন্ত্রে বাংলা অক্ষর ছাপার পূর্বে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার, পরিভাষা রচনা ধারার বিবর্তন— এসমস্ত কিছুই তাঁর গবেষণায় স্থান পেয়েছে। শুধু এই নয়, উক্ত গবেষণায় তিনি অনুলিপি করেছেন এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থগুলি। এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে তিনি উল্লিখিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ নয়, বরং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয়

অংশটুকু অনুলিপি করেছেন। এক্ষেত্রে গবেষকের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং প্রভূত শ্রম স্বীকার সত্যিই প্রশংসনীয়। গ্রন্থগুলি অনুলিপিকরণের ক্ষেত্রে তিনি মূলত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ন্যাশানল লাইব্রেরি ও এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছেন, অবশ্য গ্রন্থটি পাঠের সময় পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারবেন।[২২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কালসীমার(১৭৪৩-১৮৬৭) মধ্যে গবেষক সর্বমোট আটটি গ্রন্থের অনুলিপি করেছেন। তিনি যে সমস্ত ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থ অনুলিপি করেছেন সেগুলি হল:

১. N.B.Halhed — A Code of Gentoo Laws
২. N.B.Halhed — A Grammar of the Bengal Language
৩. W.Carry — A Dictionary of the Bengalee Language
৪. H.P.Forster — A Vocabulary in two parts,English and Bengalee, and vice versa
৫. John Gilchrist — The Oriental Febulist
৬. Herasilm Lebedeff — Grammer of the pure and mixed East Indian Dialects
৭. Rajendralal Mitra — A Scheme for the Remdering of European Scientific terms into the vernaculars of India
৮. G.C.Hangton — A Glossary Bengali and English

আলোচ্য গবেষণায় অধ্যাপক পশুপতি শাশমল পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি অনুলিপি করার সময় প্রত্যেক গ্রন্থের ভূমিকা বা ‘Preface’ অংশকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন। যার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে বাংলা পরিভাষা নির্মাণের প্রেক্ষিত, গ্রন্থের উদ্দেশ্য, পরিভাষার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও শ্রেণি প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক দিকগুলি। পাশাপাশি পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থপ্রণেতার ‘সফলতা’ কিংবা ‘নিস্ফলতা’ উভয় দিকই নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিহ্নিত করেছেন পশুপতি শাশমল। শুধু এই নয়, উল্লিখিত গ্রন্থের নিস্ফলতা বা অসম্পূর্ণতার দিকটি থেকে শিক্ষা নিয়ে কীভাবে সতর্কতার সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিভাষা রচনা করা সম্ভব তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নির্দেশ করেছেন গবেষক।

গবেষক পশুপতি শাশমল পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি অনুলিপির সময় গ্রন্থের আখ্যাপত্র, উৎসর্গপত্র, পৃষ্ঠাসংখ্যা, আকার, মূল্য প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের যথাযথ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া প্রাথমিক পর্বে ‘বাংলা পরিভাষা’ প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ কিংবা অভিধানের বইয়ের পাশাপাশি আইন বিষয়ক পুস্তকের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গবেষক। হ্যালহেডের আইন সংক্রান্ত বই অর্থাৎ ‘A code of gentoo law’ গ্রন্থকে তিনি পরিভাষা সংকলনের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে মনে করেছেন। তাঁর ভাষায়: ‘বিজয়ীর পক্ষে বিজিতের ধর্ম, শাসন ও বিচার বিজিত দেশের নিয়মানুসারে সম্পন্ন করা বিধেয়। এতুদ্দেশ্য gentoo law সংকলনের প্রয়োজনীয়তা। এজাতীয় প্রয়াস ও সংকলন প্রথম।’[২৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত গ্রন্থে ‘বাংলা পরিভাষা’ বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান হরফে থাকলেও বাংলা পরিভাষার ঐতিহাসিক দিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে, গবেষক অনুলিপির সময় যে কেবলমাত্র পরিভাষার দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন এমনটা নয়। কারণ আমরা লক্ষ করি, তিনি উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বাংলা পরিভাষার সমীক্ষার পাশাপাশি বাংলা লিপির সমকালীন অবস্থান, ধাতু নির্মাণ প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে

পারে- 'A code of gentoo law' গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে হ্যালহেডের লিপির মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তা তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন গবেষক। যেমন হ্যালহেড 'ই' ও 'ঈ' কিংবা 'উ' ও 'ঊ'-এর মধ্যে কোনো প্রভেদ করেননি। তাঁর গ্রন্থের 'প্লেট'-এ বর্ণগুলিকে একরূপ হিসেবে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি উচ্চারণের দিক থেকেও বাংলা, সংস্কৃত ও রোমান লিপির মধ্যে যে পার্থক্য তা গবেষক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে পরিভাষা প্রসঙ্গে হ্যালহেডের 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থেও গবেষকের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : 'বিশেষ প্রয়োজনে হ্যালহেড তার ব্যাকরণের শেষাংশে (pp. 194-96) একটি শব্দতালিকা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য এটি পরিভাষা নির্মাণের প্রয়োজনে নির্মিত হয়নি তথাপি এর থেকে পরিভাষা-সংকলনের একটা উদ্দেশ্য নিরীক্ষিত হতে পারে।'[২৪] এই শব্দতালিকার মধ্য থেকেই অধ্যাপক পশুপতি শাশমল ধাতুর তালিকা নির্মাণ করেছেন, যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। সে সম্পর্কে যথাস্থানে সবিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পশুপতি শাশমল আলোচ্য গবেষণায় যে সমস্ত দুর্লভ গ্রন্থগুলির অনুলিপি করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি হল গিলখ্রিস্টের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'। বাংলা শব্দের ইংরাজি পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের যে অবদান সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। সর্বোপরি এ গবেষণায় গিলখ্রিস্টের মূল বইয়ের সঙ্গে তারিণীচরণ মিত্রের অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে এক তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান, যেখানে তিনি অনূদিত গ্রন্থ হিসেবে তারিণীচরণ মিত্রের গ্রন্থের যাথার্থ্য বিচার করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে। হেরাসিম লেবেডেফের পরিভাষা রচনা বিষয়ে অধ্যাপক পশুপতি শাশমল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গবেষক উক্ত গ্রন্থের উল্লিখিত পরিভাষার এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। উল্লেখ্য, লেবেডেফ পরিভাষাকে তিনটি ভাষার মধ্যে তুলনা করে দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : '১৮০১ খৃস্টাব্দে লন্ডন থেকে মুদ্রিত লেবেডেফের এই ব্যাকরণের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে এই কয়েকটি পরিভাষা পাওয়া যায়(১৮০২ সং, পৃ ৬৮-৭২।)বাংলা পরিভাষা নির্মাণের দিক থেকে এর মূল্য অসাধারণ।'[২৫] পরিভাষাগত দিক থেকে এই বইয়ের গুরুত্ব কোথায় তা বলেছেন গবেষক:

''১. ইংরেজি শব্দকে মাঝে রেখে একদিকে মিশ্র ভারতীয় ভাষা অপরদিকে ভদ্র-সংস্কৃত বাংলা ভাষা ('mixed Indian dialects' এবং 'Civil Shanscrit Bengal Language') এর পরিভাষাগত তুলনা:
(ক) ভদ্র-সংস্কৃত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা
(খ) ভদ্র-সংস্কৃত বাংলা ও মিশ্র ভারতীয় (পূর্ব ভারতীয়) ভাষা
২. তুলনামূলক পরিভাষা-নির্মাণ প্রয়াস। তুলনামূলক আলোচনার আভাস পরিভাষায়।
৩. লক্ষণীয় যে মিশ্র (পূর্ব) ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ভদ্র-সংকৃত বাংলা শব্দের ধ্বনি ও গঠনগত সাদৃশ্য বর্তমান। কখন কখন তারা একই উৎস (সংস্কৃত) থেকে সজ্জাত বলে একটা সম্ভব রয়েছে।
৪. ভদ্র-সংস্কৃত বাংলা পরিভাষার কিছু কিছু গ্রাম্য শব্দও স্থান পেয়েছে,যাদের অর্থগত অবনতি সুপ্রকট। এই সূত্রে তথাকথিত অশ্লীল শব্দগুলির বিচার প্রাসঙ্গিক।
৫. লেবেডেফের দুঃসাহসিকতা —বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও জ্ঞাননিষ্ঠার জন্যই এই গাম্য শব্দগুলিও স্থান পেয়েছে। বর্তমান পরিভাষার বিষয়ও বিজ্ঞানভিত্তিক— 'A description of a man's form,which may be of great use to anatomists, Doctors, surgeous, and to searcher.''[২৬]

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রসঙ্গে পশুপতি শাশমল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'A Scheme for the Remdering of European Scientific terms into the vernaculars of India' গ্রন্থটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিদেশি শব্দাবলির ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিভাষা নির্মাণ প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর গ্রন্থের যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ভাষাবিদ সুভাষ ভট্টাচার্য—'তাঁর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট এই যে তিনি যাবতীয় শব্দকে ছয়টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছিলেন যে কোনো শ্রেণির শব্দ অনুবাদ না করে শুধু লিপ্যন্তরিত করতে হবে; কোনো শ্রেণীর শব্দকে অর্থানুসরণ করে অনুবাদ করতে হবে। অনুবাদ কীভাবে করতে হবে তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন।'[২৭] এছাড়া হটনের ব্যাকরণ বইয়ে পরিভাষার যে তালিকা দিয়েছেন সেক্ষেত্রে গবেষক গ্রন্থটিকে 'অভিধান প্রণয়নের প্রয়াস' বলে মনে করেছেন। হটন বিদেশি ছাত্রের কাছে উচ্চারণের সহজগম্যতা বা সুবিধার জন্য প্রায়ই 'হস্-চিহ্ন' ব্যবহার করেছেন শব্দের মধ্যে বা অন্তে।

এছাড়া ধাতু তালিকা নির্ণয় এ গবেষণার উল্লেখযোগ্য একটি দিক। হ্যালহেড, উইলিয়াম কেরি ও ফরস্টারের[২৮] গ্রন্থে উল্লিখিত ধাতুকে তিনি পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে গবেষকের সচেতন সতর্কতাও লক্ষণীয়। যেমন, কেরি তাঁর অভিধানের প্রস্তাবনা অংশে স্বর ও ব্যঞ্জননান্তের ধাতুর তালিকা দিয়েছেন ১৭৪৪টি। কিন্তু পশুপতি শাশমল মনে করেন এই সংখ্যা হওয়া উচিত ১৭৫৪। এবং কেন তা ১৭৫৪ হবে গবেষক তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে:

১. স্বাভাবিক কারণে হিসেবে গোলমাল হতে পারে;
২. কেরির তালিকায় ঔ-স্বরান্ত ধাতুর উল্লেখ নেই; ঐ না-পাওয়া ধাতুগুলি ঔ-স্বরান্ত ধাতুর অন্তর্গত হতে পারে;
৩. যেসকল বিভিন্ন স্বরান্ত-ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর কথা মুদ্রিত হয় নি ঐ ১০টি মূল আর ২৫টি বর্ধিত (মূল অবলম্বনে) ধাতুর অন্তর্গত হতে পারে; এর সম্ভবনা কম যেহেতু মুদ্রণের মধ্যে কোথাও বা ভূমিকায় কোনও উল্লেখ নেই এর সম্বন্ধে। ৯-ঔ প্রভৃতি স্বরান্ত এবং ঙ-ঞ প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উল্লেখ তালিকায় নেই।[২৯]

তবে শুধুমাত্র ধাতু বা পরিভাষা নয় বাংলা হরফ নিয়েও তাঁর মৌলিক ভাবনা লক্ষণীয়। বাংলা হরফের আয়তন, আকৃতি, কিম্বা তৎকালীন প্রচলিত কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত বাংলা হরফ নিয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি অনুলিপির শেষে প্রত্যেকটি অভিধান কিংবা ব্যাকরণ পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে কোথায় স্বতন্ত্র সেটিও দেখিয়েছেন গবেষক।

এখানেই শেষ নয়, উক্ত ফাইলে বাংলা পরিভাষার পাশাপাশি এ গবেষণা-কর্মে বাংলা অভিধান সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। কখনো অভিধানের ইতিহাস, প্রকাশিত বাংলা অভিধানের পর্যায়ক্রমিক তালিকা(১৭৪৩-১৮৬৭) কখনও আবার নির্দিষ্ট কোনো অভিধানকে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন , যা সাধারণ পাঠক ও গবেষকের কাছে এক অতিরিক্ত প্রাপ্তি বলে মনে হয়। অভিধানসংক্রান্ত তাঁর আলোচনার বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়গুলিকে এখানে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হল:

1) প্রথম পর্বের অভিধান: প্রাক- উনবিংশ যুগ
2) A Review of the Lexicography in Bengali

3) মুদ্রিত বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানের তালিকা
4) রামকমল সেনের অভিধান
5) কোলব্রুকের সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ (A Grammar of the Sanscrit Language) এবং সংস্কৃত অভিধান (Kosha or Dictionary of the Sanskrit Language)
6) The Bengal Academy of Literature এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাকরণ-অভিধান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী
7) ফেলিক্স কেরির বিদ্যাহারাবলী
8) কয়েকটি প্রবাদ-সংগ্রহ গ্রন্থ
9) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধান
10) জন গিলক্রিস্টের The Hindee-Roman Orthoepigraphical Ultimatum
11) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের শব্দার্নব
12) জে. ডি. পিয়ার্সনের A School Dictionary
13) সাইকাসের অভিধান
14) ইউরোপীয় লেখকের বাংলা অভিধান
15) হটনের অভিধান
16) রামকমল সেনের অভিধান সংকলনে ইউরোপীয় সহায়তা
17) বঙ্গভাষাভিধান
18) মার্শম্যানের স্কুল ডিকসনারি
19) মর্টনের অভিধান
20) রামচন্দ্রের অভিধান অবলম্বনে জে. সাইকসের বাংলা অভিধান
21) রবিনসনের অভিধান
22) উইলসনের গ্লসারি
23) কাশীনাথ ভট্টাচার্যের বঙ্গভাষাভিধান
24) বর্ণমালা অভিধান
25) অমরার্থ দীধিতি
26) শব্দাম্বুধি
27) গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের শব্দসার অভিধান
28) মথুরানাথ তর্করত্ন- শব্দসন্দর্ভ সিন্ধু
29) শব্দার্থ প্রকাশিকা – কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার
30) শব্দদীধিতি
31) শব্দার্থ রত্নমালা- গোপীনাথ শীল
32) রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ অভিধান
33) কবিতায় অভিধান
34) কেশবচন্দ্র রায়ের শব্দাবলী
35) বাঙলা অভিধানের উপাদান

উপরিধৃত দীর্ঘ তালিকা থেকে স্পষ্ট হয় যে, আলোচ্য গবেষণার মধ্য দিয়ে পশুপতি শাশমল বাংলা অভিধানের ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। লক্ষণীয়, সেক্ষেত্রে 'বাংলা অভিধানের উৎসমুখ' অনুসন্ধান তাঁর প্রাথমিক অন্বিষ্ট বিষয়। পাশাপাশি অভিধান বিষয়ক 'উপাদান' সংগ্রহের ব্যাপারটিকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন। আমরা জানি, প্রাথমিক পর্বের বাংলা অভিধানগুলি রচনার সময় অভিধান প্রণেতারা বিভিন্ন দিক থেকে তার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। মূলত 'সংস্কৃত অভিধান ও সংস্কৃত অভিধান-রীতি' থেকে অধিক পরিমাণে উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল।[৩০] তাছাড়া সংস্কৃত অভিধানের যে তিনটি ধারা বর্তমান তা বাংলা অভিধানে কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গবেষক তাঁর আলোচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত বিচিত্র ধরনের অভিধানগুলিকে স্থান দিয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে অভিধান রচনার প্রেক্ষিত, অভিধানের বিষয় কিংবা অভিধান প্রণেতার জীবন সংক্রান্ত প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি। আধুনিক পদ্ধতিসম্মত অভিধান রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গবেষকের বক্তব্য : 'শাসনকার্যে সুবিধার্থে এতদ্দেশীয় ভাষাশিক্ষা বিদেশীদের নিকট অপরিহার্য পরিগণিত হওয়ায় পাঠ্য পুস্তকাদির সঙ্গে সঙ্গে অভিধানের আবশ্যকতা দেখা যায়।'[৩১] এ প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অভিধান রচনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের যে ভূমিকা সে কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিধানের রীতি-প্রকৃতি আলোচনা এ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে আমাদের মনে হয়েছে। বাংলা অভিধান অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত ধারার অভিধান থেকে সরে এসে কীভাবে ধীরে ধীরে আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত হতে শুরু করলো সেই ক্রমবিবর্তনের রূপরেখাটি এখানে পরিস্ফুট। পাশাপাশি এ গবেষণায় রয়েছে ভারতীয় অভিধান ও ইউরোপীয় অভিধানের মধ্যেকার বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য। পর্যায়ক্রমে এ গবেষণায় অভিধান রচনার শুরু থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত প্রকাশিত ও মুদ্রিত আভিধানের তালিকা((১৪৪), 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' থেকে বাংলা অভিধান-ব্যাকরণের তালিকা(৬৫),সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাকরণ-অভিধান বিষয়ক প্রবন্ধাবলির তালিকা(৫৪), ইউরোপীয় লেখকের বাংলা অভিধানের তালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করেছেন গবেষক। এই তালিকাগুলি বাংলা অভিধান চর্চার ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে গবেষক পশুপতি শাশমল তাঁর পরিভাষা নিয়ে গবেষণা-কর্মটিকে সুবিস্তৃতভাবে বিন্যাস করলেও তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পশুপতি শাশমলের এই সুবৃহৎ কাজটি সম্পর্কে পাঠকের ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে গবেষকের কর্ম পরিকল্পনাকে এখানে অবিকৃতভাবে তুলে ধরা হল:

গবেষণার বিষয়—বাংলা পরিভাষা: সংগ্রহ ও সমীক্ষা
(বর্তমান অনুসন্ধানের সময়-সীমা ১৮৭৭ খৃ:)

বিষয়ভাগ
পরিভাষা-সংগ্রহ: মুদ্রাযন্ত্রে বাংলা হরফ ব্যবহারের (১৭৭৮) আগে থেকেই (অন্তত মানোয়েলের ব্যাকরণ-অভিধান, vocabulario Em Idioma, ১৭৪৩) আধুনিক পদ্ধতিতে বাংলা পরিভাষা (রোমান অক্ষরে মুদ্রিত) রচিত হয়ে এসেছে।
(১) তারও পূর্বে কি বাংলায় পরিভাষা রচিত হয়েছিল? তার অনুসন্ধান একটা প্রাথমিক ব্যাপার।

(২) মুদ্রাযন্ত্র ও বিদেশীয় প্রসারের ফলে সাময়িক পত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষা।
(৩) বিদেশীয় ও দেশীয় প্রয়াস।
এইপর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ (পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে): Halhed, Lebedeff, F.carey, John Mack, W.Morton, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জে. রবিনসন।

- বর্তমান অনুসন্ধানের সময়-সীমা ১৮৭৭ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'A Scheme for the Remdering of European Scientific terms into the vernaculars of India'(june 1877) পরে সময় ও সুযোগ অনুযায়ী এ কালসীমা বর্ধিত হতে পারে।

পরিভাষা-সমীক্ষা

(১) পূর্বসূরীর পরিভাষা-চিন্তা (বিভিন্ন প্রস্তাব) অবলম্বনে পরিভাষা সংজ্ঞা ও শ্রেণী নির্ণয়।
(২) পূর্বসুরীর সাফল্য-নিষ্ফলতার কারণ সন্ধান।
(৩) ঐ সাফল্য থেকে এখনকার উপযোগী পরিভাষা সংগ্রহ এবং বিফলতা থেকে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন ইত্যাদি।

সবশেষে এ গবেষণা তথা অনুসন্ধান-কর্ম সম্পর্কে বলতে পারি, পশুপতি শাশমল এ কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি তাঁর অকাল প্রয়াণের কারণে কিন্তু এই কাজের সম্ভাবনাময় দিকগুলি সূত্রাকারে রেখে গেছেন। বর্তমানে আমরা পরিভাষা, অভিধান বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থের কথা জানতে পারলেও এই বিষয়ে আমাদের আলোচ্য পশুপতি শাশমলের প্রাতিস্বিক গবেষণা-কর্মটি সময় ও ভাবনাগত দুই দিক থেকেই অনেকবেশি প্রাগ্রসর। বলাবাহুল্য এই গবেষণা ভবিষ্যতের বহু পাঠক এবং গবেষককে উদ্বুদ্ধ করবে এবং প্রেরণা জোগাবে।

তথ্যসূত্র:

১. পশুপতি শাশমলের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বিবিধ গবেষণা-কর্মের কথা আমরা বলতে পারি। দ্রষ্টব্য-
(ক) পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ।
(খ) শেষের কবিতার কবিতা পাণ্ডুলিপি।
(গ) মালতীপুথির একচল্লিশ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতচর্চা আদিপর্ব।

(ঙ) গোরা-পরবর্তী রবীন্দ্র উপন্যাসে (চতুরঙ্গ থেকে চার অধ্যায়): পাঠান্তর সংকলন ও তার বিশ্লেষণ।

২. উক্ত প্রসঙ্গে আমরা তাঁর 'প্রবন্ধ অষ্টাবিংশতি' গ্রন্থটির কথা স্মরণ করতে পারি। সংকলন ও সম্পাদনা- অতনু শাশমল,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০১৭।

৩. পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ বিষয়ে আমরা মোহম্মদ আবদুল কাইউমের গ্রন্থ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। দ্রষ্টব্য- মোহম্মদ আবদুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা, গতিধারা, পঞ্চম সংস্করণ : মার্চ ২০০৯।

৪. রাজশেখর বসু, বাংলা পরিভাষা, লঘুগুরু, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৪৬,পৃ. ৯০।

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় পরিভাষা, সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০১৯, পৃ.৫০৩।

৬. রাজশেখর বসু, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ.১০৪।

৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা পরিভাষা : সূত্র সন্ধান, প্রসঙ্গ বাংলাভাষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রকাশ: ২০মে ১৯৮৬,পৃ.১৭৬।

৮. মৃণাল নাথ,বাংলা পরিভাষাকোষ, ভাষা, এবং মুশায়েরা, সম্পাদনা- মৃণাল নাথ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৫৬।

৯. অশোক মুখোপাধ্যায়, বাংলা পরিভাষা কিছু জিজ্ঞাসা, এক্ষণ, সম্পাদনা-নির্মল আচার্য, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৫, পৃ. ১১৩।

১০. রাজশেখর বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা এই বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে রাজশেখর বসুর 'বাংলা পরিভাষা', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' কিংবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় পরিভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি স্মরণীয়।

১১. ড. রত্না ঘোষ, বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর, সাহিত্যলোক, সাহিত্যলোক সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৮।

১২. পশুপতি শাশমল, দ্র. Bengali Dictionary নামক ফাইল, পৃ.৯৮। এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপিতে অধ্যাপক অতনু শাশমলকৃত পৃষ্ঠাসংখ্যা এখানে উল্লেখ করা হল।

১৩. ১৬.০৪.১৯৭০ তারিখে বিশ্বভারতীর অ্যাসিস্টান্ট রেজিস্টারকে দেওয়া চিঠি (Ref. No.-G/T, 11-2/68; September 22, 1968) থেকে আমরা এই তথ্য জানতে পারি।

১৪. ৮ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে চিঠির (Ref. No.-G/T, 11-2/7) মাধ্যমে দেওয়া তাঁর কাজের বিবরণ থেকে আমরা এই তথ্য জানতে পারি।

১৫. পশুপতি শাশমল, পূর্বোক্ত Bengali Dictionary নামক ফাইল, পৃ. ১৬২।

১৬. তদেব।

১৭. তদেব।

১৮. এই তথ্যটি আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের 'হলহেডের বাংলা চর্চা' বাংলা প্রবন্ধ থেকে, দ্র. দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সম্পাদনা-চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৮১, পৃ.৪৮।

১৯. এই তথ্যটি আমরা পেয়েছি সরস্বতী মিশ্রের 'বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থ থেকে, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০০০, পৃ. ২৩।

২০. অসিতাভ দাশ ও প্রদোষকুমার বাগচী, কথামুখ, বাংলা অভিধানের দুশো বছর ও তথ্যপঞ্জি(১৮১৭-২০১৭), পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৮, পৃ.৩।

২১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা অভিধান,দ্র. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, অভিধান সংখ্যা, সম্পাদনা- তাপস ভৌমিক, শারদ ১৪০৬, পৃ. ৯।

২২. গবেষক পশুপতি শাশমল প্রত্যেক গ্রন্থের অনুলিপির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের বইয়ে ব্যবহৃত ‘কল নম্বর’ উল্লেখ করেছেন।

২৩. পশুপতি শাশমল, পূর্বোক্ত Bengali Dictionary নামক ফাইল, পৃ.২।

২৪. তদেব, পৃ.৪৩।

২৫. তদেব, পৃ.৯৭।

২৬. তদেব, পৃ.৯৭-৯৮।

২৭. সুভাষ ভট্টাচার্য, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ভূত-ভবিষ্যৎ, বাংলা ভাষাচর্চা , সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ.৩৮।

২৮. উক্ত প্রসঙ্গে অধ্যাপক পশুপতি শাশমলের ‘ফরস্টারের অভিধানের ধাতু-সংকলন’ শীর্ষক স্বতন্ত্র একটি অপ্রকাশিত গবেষণার কথা বলতে পারি। যেখানে তিনি হেনরি পিটস ফরস্টারের অভিধানে উল্লিখিত শব্দতালিকা(প্রথম খণ্ডে-১৮০০০, দ্বিতীয় খণ্ডে-২০০০০) থেকে ধাতু বা ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তবে শুধু তালিকা নয়, এখানে গবেষকের অন্বিষ্ট ধাতুনির্মাণের ধরণ কিংবা প্রয়াসের দিকটি। ধাতু রচনায় ফরস্টারের প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করেছেন গবেষক। প্রথম খণ্ডে ইংরাজি ধাতুর বাংলা প্রতিশব্দ এবং পরে তার রোমান রূপ দেওয়া রয়েছে।অন্যদিকে দ্বিতীয় খণ্ডে ‘প্রথমে বাংলা শব্দ, পরে ইংরাজি বর্ণমালায় বা রোমান অক্ষরে শব্দটির ধ্বনিদ্যোতক রূপ ও পরে ইংরেজি প্রতিশব্দ এবং সর্বশেষে মূল বাংলা শব্দটির বিচিত্র প্রয়োগ প্রয়োজনবোধে প্রদর্শিত।’ পাশাপাশি উক্ত গবেষণার খসড়া থেকে জানতে পারি তিনি এই কাজটি সুবৃহৎ আকারে পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ধাতুনির্মাণের ইতিহাস, ফরস্টার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আভিধানে ধাতু নির্মাণের প্রয়াসকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

২৯. পশুপতি শাশমল, পূর্বোক্ত Bengali Dictionary নামক ফাইল,পৃ.৫৭।

৩০. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ভূমিকা, বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০,পৃ.ক।

৩১.পশুপতি শাশমল, পূর্বোক্ত Bengali Dictionary নামক ফাইল,পৃ.১৮৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ভাষা চর্চার একাল সেকাল, মলয়া মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২০।

২. পরিভাষা কোষ, সুপ্রকাশ রায়, র‍্যাডিকাল, প্রথম র‍্যাডিকাল প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০।

৩. A Critical Study of the Early Bengali Grammars Haldhed to Haughton, Mahammad Abdul Qayyum, The Asiatic Society of Bangladesh, Published: December 1982.